বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড এর
গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশ

বিইআরসি আদেশ # ২০১৭/০১

তারিখ ঃ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)
১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
বাংলাদেশ

www.berc.org.bd

আদেশ সূচী

অনুচ্ছেদ	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
১	আবেদনের সার-সংক্ষেপ	১
২	আবেদনের প্রাথমিক যাচাই	১
৩	কমিশন কর্তৃক আবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ	২
৪	আবেদন মূল্যায়ন	২
৫	গণশুনানি	৪
৬	শুনানি-পরবর্তী মতামত	৭
৭	পর্যালোচনা	৮
৮	রাজস্ব চাহিদা	১০
৯	আদেশ	১১

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
বিইআরসি আদেশ # ২০১৭/০১
তারিখ ঃ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বিষয় ঃ গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড এর ২৯ মার্চ ২০১৬ এবং ২৬ জুন ২০১৬ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) অনুসারে গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত আদেশ।

অনুচ্ছেদ-০১ ঃ আবেদনের সার-সংক্ষেপ

১(১) গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) তাদের ট্রান্সমিশন চার্জ পুনঃনির্ধারণের আবেদন (স্মারক নং-২৮.১৪.০০০০.১৫৫.০৫.০০১.১৬/৩১৪৬) ৩০ মার্চ ২০১৬ তারিখে কমিশনে দাখিল করে। আবেদনে গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.১৫৬৫ টাকা থেকে ০.৪২১৩ টাকায় বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করে। জিটিসিএল বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) এর লাইসেন্সী।

১(২) পরবর্তীতে জিটিসিএল ২৬ জুন ২০১৬ তারিখে (স্মারক নং ২৮.১৪.০০০০.১৫৫.০৫.০০১.১৬/ ৩২০৯) গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.৪২১৩ টাকার স্থলে ০.৩৩৫৮ টাকায় পুনঃনির্ধারণের সংশোধিত প্রস্তাব করে। অপরদিকে, গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ জিটিসিএল এর গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.৩৬১১ টাকা বিবেচনা করে ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাব করে।

১(৩) প্রস্তাবিত গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ পুনঃনির্ধারণে বিইআরসি গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে জিটিসিএল উল্লেখ করে।

অনুচ্ছেদ-০২ ঃ আবেদনের প্রাথমিক যাচাই

২(১) জিটিসিএল এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ স্থির করার লক্ষ্যে বিইআরসি আইনের ধারা ৩৪(৪) অনুযায়ী অন্বেষণ, বিচার-বিশ্লেষণ এবং জিটিসিএল ও আগ্রহী স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের শুনানি গ্রহণের প্রক্রিয়া বিইআরসি শুরু করে। এ পর্যায়ে আবেদনটির প্রাথমিক যাচাই করে বিইআরসি ঘাটতি কাগজপত্র/তথ্যাদি জমা দেয়ার জন্য জিটিসিএল-কে পত্র প্রেরণ করে।

জিটিসিএল ৮ মে, ১২ মে, ২৬ মে, ২৬ জুন, ১০ জুলাই ও ১ আগস্ট ২০১৬ তারিখসমূহে এ সকল তথ্যাদি সরবরাহ করে।

২(২) আবেদনটি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ অনুসারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মূল্যায়নের জন্য কমিশন Technical Evaluation Committee (TEC) গঠন করে।

২(৩) ২০১৬-১৭ অর্থবছরের রাজস্ব চাহিদা সঠিকভাবে নিরূপণের জন্য TEC জিটিসিএল এর সঙ্গে সভা করে।

অনুচ্ছেদ-০৩ ঃ কমিশন কর্তৃক আবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ

৩(১) ঘাটতি কাগজপত্র/তথ্যাদি প্রাপ্তির পর ১৭ জুলাই ২০১৬ তারিখের সভায় কমিশন আবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে এবং তা মূল্যায়নের জন্য TEC-কে নির্দেশ প্রদান করে।

৩(২) জিটিসিএল এর আবেদনের ওপর কমিশন গণশুনানি অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ৭ আগস্ট ২০১৬ তারিখ সকাল ১১.০০ টায় গণশুনানি অনুষ্ঠানের সময় ধার্য করে এবং তা প্রচারের জন্য বিইআরসি সচিবালয়কে নির্দেশ প্রদান করে। কমিশন TEC-কে উক্ত সময়ের মধ্যে তাদের মূল্যায়ন সম্পন্নের নির্দেশ প্রদান করে।

অনুচ্ছেদ-০৪ ঃ আবেদন মূল্যায়ন

৪(১) TEC সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী আবেদনটি মূল্যায়ন করে। প্রদত্ত সূচক অনুসরণ করে রাজস্ব চাহিদা নিরূপণ করে এবং সঞ্চালন সেবা রেট (Transmission Charge) নির্ণয় করে।

৪(২) জিটিসিএল আবেদনে জানায়, তাদের অন্যান্য আয়ের মূল উৎস হলো ব্যাংকে জমাকৃত স্থায়ী আমানতের বিপরীতে সুদ বাবদ আয় এবং condensate সঞ্চালন বাবদ আয়। ব্যাংকে জমাকৃত স্থায়ী আমানতের ওপর সুদের হার বর্তমানে ৭.০০% এর নিচে আসায় সুদ বাবদ আয় আরো হ্রাস পাবে। অপরদিকে গ্যাস ফিল্ডসমূহে condensate প্রক্রিয়াকরণের ফলে condensate সঞ্চালনের পরিমাণ অনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে।

৪(৩) জিটিসিএল জানায়, ২০০৩-০৪ করবর্ষ হতে ২০১১-১২ করবর্ষ পর্যন্ত মোট ৯টি করবর্ষের জন্য কর্পোরেট ট্যাক্স সংক্রান্ত মামলা মহামান্য হাইকোর্টে বিচারাধীন আছে এবং ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ করবর্ষের মামলা কর ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন আছে যার আদেশ জিটিসিএল এর বিপক্ষে গেলে মোট ৪,০৯০.২৭ মিলিয়ন টাকা তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করতে হতে পারে। ব্যাংকে

জমাকৃত স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ১২,৯৮০.৪১ মিলিয়ন টাকার মধ্যে কর্পোরেট ট্যাক্স সংক্রান্ত মহামান্য হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলার বিপরীতে আয়কর কর্তৃপক্ষের দাবীকৃত ১,৪৯২.০০ মিলিয়ন টাকা রয়েছে। তাছাড়া ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত accumulated depreciation এর পরিমাণ ১৮,৮৭৮.৮১ মিলিয়ন টাকা যার বিপরীতে তাদের কোনো তহবিল নেই।

৪(৪) জিটিসিএল জানায়, গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ নির্ধারণে সরকার ও দাতা সংস্থা হতে গৃহিত ঋণের আসল, ডিভিডেন্ড এবং বকেয়া কর্পোরেট ট্যাক্স খাতে বিপুল অংকের অর্থ পরিশোধের liquidity বিবেচনার দাবী রাখে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য ধার্যকৃত ডিএসএল বাবদ ৫৪৬.০২ মিলিয়ন টাকা এবং ডিভিডেন্ড বাবদ ১,৩৬৮.০০ মিলিয়ন টাকা, মোট ১,৯১৪.০২ মিলিয়ন টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে আর্থিক তারল্য সংকট সৃষ্টি হবে। এছাড়া কর্পোরেট ট্যাক্স সংক্রান্ত মামলার আদেশ জিটিসিএল এর বিপক্ষে গেলে আর্থিক তারল্য সংকট আরো প্রকট আকার ধারণ করবে। ফলশ্রুতিতে গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.১৫৬৫ টাকা হতে আবেদন অনুযায়ী ০.৩৩৫৮ টাকায় বৃদ্ধি করা না হলে জিটিসিএল এর পক্ষে নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নসহ দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ অসম্ভব হয়ে পড়বে।

৪(৫) জিটিসিএল ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরের নিরীক্ষিত, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সাময়িক এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রাক্কলিত হিসাব কমিশনে দাখিল করে। সর্বশেষ নিরীক্ষিত হিসাবের পরিপ্রেক্ষিতে TEC ২০১৪-১৫ অর্থবছরকে যাচাইবর্ষ বিবেচনা করে। TEC ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রকৃত, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সাময়িক এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রাক্কলিত হিসাবের ভিত্তিতে proforma adjustment এর মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের revenue requirment নিরূপণ করে।

৪(৬) জিটিসিএল এর ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ট্রান্সমিশন সম্পদের মূল্য ছিল ৫৬,০২৭.৫৪ মিলিয়ন টাকা। আবেদনে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৮,৩২৫.৭৮ মিলিয়ন টাকা (ভূমি ৭০৫.৮৮ মিলিয়ন টাকা; ভেড়ামারা-খুলনা পাইপলাইন ৭,২৯০.৭৩ মিলিয়ন টাকা; টেলিকম অ্যান্ড কম্পিউটার ইক্যুইপমেন্ট ৬৩.৪৮ মিলিয়ন টাকা; ভেড়ামারা-খুলনা রেগুলেটরি মিটারিং স্টেশন ২৫৪.৫৬ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য সম্পদ ১১.১৩ মিলিয়ন টাকা) সম্পদ সংযোজনসহ মোট ট্রান্সমিশন সম্পদের মূল্য দেখানো হয় ৬৪,৩৫৩.৩২ মিলিয়ন টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮,৪৭৯.২৩ মিলিয়ন টাকা (হাটিকুমরুল-ভেড়ামারা পাইপ লাইন ৬,৭০২.৬৬ মিলিয়ন টাকা; হাটিকুমরুল-ভেড়ামারা রেগুলেটরি মিটারিং স্টেশন ২১১.৭৪ মিলিয়ন; আশুগঞ্জ গ্যাস মেনিফোল্ড স্টেশন ২৫০.০০ মিলিয়ন টাকা; আগারগাঁও এ প্রধান কার্যালয় ভবন ১,০৮৪.৮৩ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য সম্পদ ২৩০.০০ মিলিয়ন টাকা) সম্পদ সংযোজনসহ মোট ট্রান্সমিশন সম্পদের মূল্য দেখানো হয় ৭২,৮৩২.৫৫ মিলিয়ন টাকা। TEC ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য জিটিসিএল এর প্রস্তাবিত মোট ৭২,৮৩২.৫৫ মিলিয়ন টাকা ট্রান্সমিশন সম্পদ বিবেচনা করে।

৪(৭) TEC বিগত বছরের ব্যয়ের ধারা এবং জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ বাস্তবায়ন বিবেচনায় জনবল খাতে জিটিসিএল এর প্রস্তাবিত খরচ, অফিস ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচসমূহ বিগত বছরসমূহে প্রতি ঘনমিটার খরচের ধারা ও নিজস্ব ভবনে অফিস স্থানান্তরের কারণে ৯(নয়) মাসের ভাড়া বাবদ ব্যয় না হওয়া, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ, পেট্রোবাংলার সার্ভিস চার্জ এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি খাতসমূহে জিটিসিএল এর প্রস্তাবিত খরচ বিবেচনায় নেয়।

৪(৮) TEC বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয়পত্র, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে স্থায়ী আমানত এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের সুদের হার বিবেচনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য পরিশোধিত মূলধনের ওপর ১২% রিটার্ণ বিবেচনা করে। এছাড়া, অবশিষ্ট ইক্যুইটির ওপর সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংকের ২(দুই) বছর মেয়াদী ট্রেজারী বিল নিলামের হার (জুন ২০১৬) ৬.০৯% এবং ঋণের ওপর প্রকৃত সুদের হার বিবেচনা করে। সে মোতাবেক TEC রিটার্ণ অন রেট বেজ বাবদ ২,৭৫১.১২ মিলিয়ন টাকা নিরূপণ করে।

৪(৯) জিটিসিএল-কে cost plus ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চলতি পরিচালন রাজস্বের পরিমাণ ৪,২৬৯.১৫ মিলিয়ন টাকা এবং সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদার পরিমাণ ৭,৪৩৪.৪৬ মিলিয়ন টাকা TEC নিরূপণ করে। এ বিবেচনায় সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা থেকে চলতি পরিচালন রাজস্ব ৩,১৬৫.৩১ মিলিয়ন টাকা কম। সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা অনুযায়ী জিটিসিএল এর রাজস্ব চাহিদা ০.৩২৬৭ টাকা/ঘনমিটার। এর বিপরীতে বিদ্যমান আয় ০.১৮৭৬ টাকা/ঘনমিটার। এর মধ্যে ০.১৫৬৫ টাকা/ঘনমিটার গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ হতে এবং অবশিষ্ট ০.০৩১১ টাকা/ঘনমিটার কনডেনসেট ট্রান্সমিশন চার্জ, সুদ এবং বিবিধ আয় খাত হতে অর্জিত হবে। নিরূপিত রাজস্ব চাহিদা অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে TEC ট্রান্সমিশন চার্জ ০.২৯৫৬ টাকা/ঘনমিটার পুনঃনির্ধারণ বিবেচনা করে, যা বিদ্যমান ট্রান্সমিশন চার্জ ০.১৫৬৫ টাকা/ঘনমিটার হতে ০.১৩৯১ টাকা/ঘনমিটার বেশী।

অনুচ্ছেদ-০৫ ঃ গণশুনানি

৫(১) কমিশনের সিদ্ধান্তক্রমে বিইআরসি সচিব বিইআরসি ওয়েবসাইটে এবং কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় জিটিসিএল কর্তৃক দাখিলকৃত গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ পরিবর্তনের আবেদনের ওপর অনুষ্ঠেয় গণশুনানির তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে ১৭ জুলাই ২০১৬ তারিখে গণবিজ্ঞপ্তি জারী করে। এছাড়া বিইআরসি এর ১৭ জুলাই ২০১৬ তারিখের স্মারক নং-বিইআরসি/ট্যারিফ/গ্যাস-১২/সঞ্চালন ও বিতরণ/অংশ-১/৪৪৪০ এর মাধ্যমে গণশুনানি অনুষ্ঠানের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে নোটিশ প্রদান করা হয়। গণবিজ্ঞপ্তি এবং নোটিশে আগ্রহী ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিশনে অনুষ্ঠেয় গণশুনানিতে অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে ১ আগস্ট ২০১৬ তারিখের মধ্যে নাম তালিকাভুক্ত করা ও শুনানি-পূর্ব লিখিত মতামত প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়।

৫(২) ৭ আগস্ট ২০১৬ তারিখ সকাল ১১.০০ টায় কমিশন আইনের ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে টিসিবি এর মিলনায়তনে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের দু'জন সদস্য উক্ত শুনানি পরিচালনায় অংশ নেন।

৫(৩) শুনানিতে পেট্রোবাংলা, আবেদনকারী জিটিসিএল, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর ড. শামসুল আলম, বুয়েটের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম, জিটিসিএল এর প্রাক্তন পরিচালক (অপারেশন) জনাব আব্দুস সালেক সূফী, বিজিএমইএ এর জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) এর জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স এবং জনাব সেকান্দার হায়াত, গণসংহতি আন্দোলনের জনাব জোনায়েদ সাকি, বাংলাদেশ ভাড়াটিয়া ফেডারেশনের জনাব মোঃ বাহারানে সুলতান বাহার, এফবিসিসিআই এর জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদ, জনাব সৈয়দ আমিরুল ইসলাম এবং জনাব মামুনুর রহমান, বিকেএমইএ এর জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, এমসিসিআই এর জনাব এম আব্দুর রহমান, বিএসসিপিপিএ এর জনাব শেখ আশরাফ, বিএলপিএ এর জনাব সিয়ান সরকার এবং জনাব রতন রায়, রিলাইয়েন্স এর জনাব মোঃ সিব্বির আহমেদ, বাপা এর জনাব সৈয়দ সাইফুল আলম, বিএসএমওএ এর জনাব মোঃ মাসুদ হোসেন, টিএমএসএস এর জনাব মোঃ রউফুজ্জামান, জনাব সাকিল বিন আযাদ এবং জনাব ওমর ফারুক, বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন অ্যান্ড কনভারসন ওয়ার্কশপ ওনার্স এ্যাসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

৫(৪) কমিশনের চেয়ারম্যান গণশুনানির উদ্দেশ্য এবং এর বিচারিক দিকটি ব্যাখ্যা করেন। শুনানির ধাপওয়ারী পদ্ধতিসমূহ পালনীয় হিসেবে বর্ণনা করেন। বিচারিক প্রক্রিয়ায় গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ বৃদ্ধির প্রস্তাবটি যে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত (just and reasonable) তা প্রমাণের দায়িত্ব জিটিসিএল কর্তৃপক্ষের মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। শুনানিতে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, জেরা পর্বে উভয় পক্ষের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখতে হবে। জেরার ভাষা হবে মার্জিত ও শালীন। কোনো আক্রমণাত্মক কথাবার্তা, আচরণ ও ভাব-ভঙ্গি প্রদর্শন করা যাবে না এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ পরিহার করতে হবে। অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতার আলোকে তর্ক-বিতর্কে প্রাঞ্জল ভাষা প্রয়োগ করতে হবে। কোনোভাবেই বিচারিক প্রক্রিয়া ক্ষুন্ন করা যাবে না। এ পর্যায়ে কমিশনের চেয়ারম্যান শুনানির জেরাপর্ব সূচনার লক্ষ্যে জিটিসিএল এর আগত দলটিকে তাদের আবেদন উপস্থাপনের আহ্বান করেন।

৫(৫) জিটিসিএল এর প্রতিনিধি তাদের আবেদনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.৩৪৬৩ টাকায় বৃদ্ধি (জিটিসিএল সংশোধিত আবেদনে গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.৩৩৫৮ টাকায় পুনঃনির্ধারণে প্রস্তাব করেছিল) এবং গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ ব্যতিত অন্যান্য আয় বিবেচনা না করার প্রস্তাব করেন। জিটিসিএল এর প্রতিনিধি বলেন, জিটিসিএল একটি উচ্চ বিনিয়োগ (capital intensive) অবকাঠামো পরিচালন কোম্পানী এবং এর পাইপলাইন সমূহের মাধ্যমে সরবরাহকৃত গ্যাসের ট্রান্সমিশন চার্জ দূরত্ব নির্বিশেষে অভিন্ন

হলেও পাইপলাইন সমূহের বিনিয়োগ ব্যয় দূরত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। জিটিসিএল কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট সরাসরি গ্যাস সরবরাহ/বিক্রয় করে না, তাই কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে গ্যাস সরবরাহ/বিক্রয় সূত্রে জিটিসিএল প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয়। তবে সঞ্চালন ট্যারিফ বৃদ্ধিজনিত কারণে ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি পেতে পারে।

৫(৬) কমিশনের চেয়ারম্যান ট্রান্সমিশন চার্জ পরিবর্তনের বিষয়ে কিছু প্রশ্ন রাখেন। কমিশনের সদস্যগণ হাটিকুমরুল-ভেড়ামারা এবং ভেড়ামারা-খুলনা পাইপলাইন চালুকরণ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। জিটিসিএল এর প্রতিনিধি কিছু প্রশ্নের উত্তর দেন এবং অন্যগুলো শুনানি-পরবর্তী মতামতে জানাবেন বলে উল্লেখ করেন।

৫(৭) TEC তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন শুনানিতে পেশ করে যা সংক্ষিপ্তভাবে অনুচ্ছেদ-৪ এ দেয়া আছে।

৫(৮) এ পর্যায়ে জেরাপর্ব যথানিয়মে শুরু হয়। ক্যাব প্রতিনিধি জানতে চান, গত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৫-এ দেয়া ট্রান্সমিশন চার্জ review সংক্রান্ত জিটিসিএল এর আবেদনটি কি পর্যায়ে আছে। জিটিসিএল এর প্রতিনিধি জানান, তাদের নতুন আবেদনের কারণে তা প্রত্যাহার বিবেচনা করা যায়। অপর প্রশ্নের জবাবে জিটিসিএল এর প্রতিনিধি জানান, কম্প্রেসর বিনিয়োগ quality supply নিশ্চিতের জন্য করা হয়। এটি কোন expansion program নয়।

ক্যাব প্রতিনিধি বলেন, গত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে বিইআরসি এর আদেশে পুনঃনির্ধারিত গ্যাস সঞ্চালন চার্জ কার্যকর হয়েছে। সাধারণতঃ ১ বছরের মধ্যে ট্যারিফ পুনঃনির্ধারণের আইনি সুযোগ নেই। তাই এ আবেদন আইনের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অযৌক্তিক বলে মনে হয়। তিনি আরো বলেন, জুন ২০১৬ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত অবচয় বাবদ অর্থের পরিমাণ ২,০৭৩.৬৬ কোটি টাকা হলেও তার বিপরীতে কোনো তহবিল নেই। এ পরিস্থিতিতে লভ্যাংশ ও স্ব-অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রশ্ন ওঠে না। রাজস্ব অর্জিত হয় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৭৭২.২৩ কোটি টাকা। পরের বছর প্রক্কলিত রাজস্ব ৪৩৪.৩০ কোটি টাকা। তিনি রাজস্ব হ্রাসের ফলে ব্যয় হ্রাসের পরিকল্পনা জানতে চান।

জিটিসিএল এর নিরীক্ষিত হিসাব বিবেচনায় নিয়ে proforma adjustment করা হয়। TEC এ হিসাবে দেয়া ব্যয়ের সঠিকতা যাচাই করে না। এ ব্যাপারে ক্যাব প্রতিনিধি কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

জিটিসিএল এর প্রতিনিধি উত্থাপিত কিছু বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

৫(৯) ক্যাব প্রতিনিধি বলেন, প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর চাপ কমাতে LP গ্যাস replacement জ্বালানী হতে পারে, তবে তা নির্ধারিত দামে সরবরাহ করতে হবে। LP গ্যাসের মূল্য পুনঃনির্ধারণে ক্যাবের আবেদন তিনি কমিশনের কাছে উপস্থাপন করেন।

৫(১০) এফবিসিসিআই এর সভাপতি জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদ মন্তব্য করেন, জিটিসিএল এর বিনিয়োগ দ্বিগুণ হচ্ছে, গ্যাস সরবরাহ বাড়ে নাই তাই খরচ বেড়ে গেছে। তিনি বলেন, যেখানে গ্যাস সংযোগ আছে সেখানে চাহিত চাপ থাকা প্রয়োজন। গ্যাসের মূল্যহার যেন শিল্প খাতের বিকাশে সহায়ক হয়, বিশেষভাবে রপ্তানী পণ্যের বিষয়টি বিবেচনার দাবী রাখে। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প জ্বালানী LP গ্যাস হতে পারে। তাই প্রাকৃতিক গ্যাসের সীমিত মজুদের কারণে রান্নায় এবং যানবাহনে LP গ্যাস ব্যবহার করা প্রয়োজন। তার মতে, ১২.৫ কেজি LP গ্যাসের সিলিন্ডার ৪৫০.০০ টাকায় সরবরাহ হতে পারে। তিনি আরো বলেন, জ্বালানীর খাতসমূহে price harmonization করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে তিনি প্রস্তাব পাঠাবেন মর্মে জানান।

৫(১১) জিটিসিএল এর প্রাক্তন পরিচালক (অপারেশন) জনাব আব্দুস সালেক সুফি বলেন, জিটিসিএল এর operation উন্নতিতে SCADA থাকতে হবে, পাইপলাইনের pigging করতে হবে এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বিইআরসি আইনের বিধানমতে বিইআরসি এর প্রাক পর্যালোচনার পর তা অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, একদিকে যেমন গ্যাস চুরি হচ্ছে, অপরদিকে গ্যাসের inefficient ব্যবহার হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং শিল্প খাতসমূহে inefficiently গ্যাস ব্যবহার হচ্ছে, এখানে energy audit করা জরুরী মর্মে তিনি মতামত দেন।

৫(১২) সিপিবি এবং গণসংহতি আন্দোলনের প্রতিনিধিগণ জিটিসিএল এর প্রস্তাবের ওপর বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং জিটিসিএল এর প্রতিনিধি তা ব্যাখ্যা করেন।

৫(১৩) বুয়েটের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. নূরুল ইসলাম বলেন, দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস ১৭ কোটি মানুষের সম্পদ, এটা কেবলমাত্র ভোক্তা জনসাধারণের সম্পদ নয়। এ বিবেচনায় বিনিয়োগ, খরচাদি এবং গ্যাসের বিক্রয়মূল্য যুক্তিযুক্তভাবে নির্ধারণের দাবী রাখে। তিনি বলেন, জিটিসিএল এর বিনিয়োগ ও মুনাফার প্রয়োজন আছে, এবং আইনের আওতায় শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে অর্থায়ন সঠিক বিবেচনা করা যায়।

অনুচ্ছেদ-০৬ ঃ শুনানি-পরবর্তী মতামত

৬(১) জিটিসিএল শুনানি-পরবর্তী মতামতে মূল আবেদনে দেয়া তথ্য এবং যুক্তিসমূহ পুনরায় তুলে ধরে। জিটিসিএল জানায়, অর্থ মন্ত্রণালয় প্রতি বছর পেট্রোবাংলার সকল কোম্পানীর লভ্যাংশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে এবং পেট্রোবাংলা তার ভিত্তিতে কোম্পানীসমূহের লভ্যাংশের পরিমাণ নির্ধারণ করে। সে অনুযায়ী পরিশোধিত মূলধন ৭,০০০ মিলিয়ন টাকার বিপরীতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে লভ্যাংশ বাবদ পরিশোধিত ১,৩৬৮ মিলিয়ন টাকাকে বিবেচনায় নিয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে লভ্যাংশের হার ১৯.৫৪% বিবেচনা করার আবেদন জানায়।

জিটিসিএল এর অন্যান্য আয়ের মূল উৎস হলো ব্যাংকে জমাকৃত স্থায়ী আমানতের বিপরীতে সুদ বাবদ আয়, condensate সঞ্চালন এবং বিবিধ আয়। বর্তমানে ব্যাংকে জমাকৃত স্থায়ী আমানত

নিজস্ব অর্থায়নের প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। তাছাড়া, ব্যাংকে জমাকৃত স্থায়ী আমানতের ওপর সুদের হার বর্তমানে ৫.৫০% হওয়ায় সুদ বাবদ আয় হ্রাস পাবে। এমতাবস্থায়, other income and interest income এর বিষয়টি অনিশ্চিত হওয়ায় গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ নির্ধারণে তা বিবেচনায় না নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলে জিটিসিএল জানায়।

বর্ণিত দু'টি বিষয় পুনর্বিবেচনায় কস্ট অব সার্ভিস বিবরণী অনুযায়ী জিটিসিএল প্রতি ঘনমিটার ট্রান্সমিশন চার্জ ০.৩৪৬৩ টাকায় নির্ধারণের আবেদন জানায়।

৬(২) ক্যাব শুনানি-পরবর্তী মতামতে বলে, জিটিসিএল ২০১৪-১৫ অর্থবছরে গ্যাস সঞ্চালন করেছে ২৫,৩২৪.১৮ মিলিয়ন ঘনমিটার, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা ২৮,৭৭৬.৪৬ ঘনমিটার প্রাক্কলন করা হয়েছে। বিদ্যমান গ্যাস সঞ্চালন চার্জ ০.১৫৬৫ টাকা। TEC এর সুপারিশ ০.২৯৫৬ টাকা। দুই অর্থবছরের ব্যবধানে গ্যাস সঞ্চালন বৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৩.৬২%। অথচ সঞ্চালন ব্যয় বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে ৮৮.৮৮%। এমন বৃদ্ধি অত্যাধিক এবং অস্বাভাবিক। শুনানিতে জনবল ও উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত ব্যয়বৃদ্ধি সঠিক ও যৌক্তিক প্রমাণিত হয়নি। প্রাপ্ত তথ্যাদিতে প্রতীয়মান হয়েছে, হাটিকুমরুল-ভেড়ামারা এবং ভেড়ামারা-খুলনা গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ ব্যয় ১,৪৪৫ কোটি টাকা রাজস্ব চাহিদাভুক্ত করে সঞ্চালন চার্জ সুপারিশ করা হয়েছে। অথচ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এমনকি তার পরেও এ পাইপলাইনে গ্যাস আসা অনিশ্চিত। আগামীতে গ্যাস সরবরাহের ব্যাপারে যে পূর্বাভাস রয়েছে তা বিবেচনায় নিয়ে সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ পরিকল্পনা গৃহিত হয়নি। পশ্চিমাঞ্চল ও সুন্দরবন এ দুটি বিতরণ কোম্পানীর বিতরণ সক্ষমতা গ্যাস সংকটের কারণে ব্যাহত। আগামীতে এ সংকট কাটিয়ে ওঠা অনিশ্চিত। আর্থিক বিবেচনায় এ দুটি কোম্পানীর যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। তাই চলমান সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রশ্নবিদ্ধ। শুনানিতে ওই নির্মাণ ও নির্মাণ ব্যয়ের যৌক্তিকতা কারিগরী অডিটের মাধ্যমে খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। তাছাড়া, ইতঃপূর্বে জিটিসিএল এর ব্যয় সাশ্রয়ী হওয়াসহ কমিশনের যেসব নির্দেশ ছিল তা প্রতিপালিত হয়নি। ফলে, ক্যাব জিটিসিএল এর মুনাফা হ্রাস করার প্রস্তাব করে।

অনুচ্ছেদ-০৭ ঃ পর্যালোচনা

৭(১) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) এবং সংশ্লিষ্ট ট্যারিফ প্রবিধানমালা মোতাবেক আগ্রহী পক্ষগণকে শুনানি দেওয়ার পর ট্যারিফ প্রস্তাবসহ সকল তথ্যাদি প্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রদানের নির্দেশনা আছে। তবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের শুনানি-পরবর্তী মতামত, সকল শ্রেণির ভোক্তার ওপর মূল্যহার পরিবর্তনের প্রভাব এবং গণশুনানিতে উঠে আসা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বাড়তি তথ্য ও মতামত প্রাপ্তিতে এবং প্রাপ্ত মতামত ও তথ্য বিশ্লেষণে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। তাই ট্যারিফ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানে কিছুটা বিলম্ব হয়, যা অনিবার্য ছিল বলে কমিশন মনে করে।

৭(২) নিরীক্ষিত হিসাবের যথার্থতার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের efficient ব্যবহারে energy audit এর দাবী এসেছে।

৭(৩) বিনিয়োগ বিষয়ে বক্তব্য এসেছে। জিটিসিএল এর বিনিয়োগ দ্বিগুণ হলেও গ্যাস সরবরাহ তেমন বৃদ্ধি পায়নি, খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বিইআরসি এর মাধ্যমে প্রকল্পসমূহের প্রাক পর্যালোচনার প্রয়োজন ছিল। এতে বিইআরসি আইনের বিধানও প্রতিপালিত হতো।

৭(৪) SCADA ব্যবহার করে জিটিসিএল এর উন্নত operation এর প্রস্তাব এসেছে। সঞ্চালন পাইপলাইন নিয়মতান্ত্রিক pigging এর ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ করা হয়েছে। জিটিসিএল এর পাইপলাইনে SCADA বাস্তবায়ন এবং pigging operation চলমান আছে।

৭(৫) জনবল বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বেতন কাঠামো সরকারের অনুরূপ হলেও প্রান্তিক সুবিধাদিতে ভিন্নতা রয়েছে। এতে গ্যাস কোম্পানীসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির জোরালো সম্ভাবনা থাকে। তাই কোম্পানীসমূহে অভিন্ন বেতন কাঠামোর পাশাপাশি অভিন্ন প্রান্তিক সুবিধাদি প্রচলন যথাযথ বিবেচিত হয়।

৭(৬) জিটিসিএল এর তথ্যমতে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত পুঞ্জীভূত অবচয় বাবদ অর্থের পরিমাণ ২০,৭৩৬.৬০ মিলিয়ন টাকা। এর কোনো তহবিল নেই মর্মে জিটিসিএল আবেদনে বলেছে। এটি আর্থিক বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত হয়।

৭(৭) আশুগঞ্জ কম্প্রেসর স্টেশন, আগারগাঁও এ নিজস্ব ভবনে প্রধান কার্যালয়, মিটারিং স্টেশনসহ হাটিকুমরুল-ভেড়ামারা পাইপলাইন এবং ভেড়ামারা-খুলনা পাইপলাইন সম্পদ হিসেবে নতুন সংযোজন বিবেচনা করা যায়।

৭(৮) রাজস্ব চাহিদা নিরূপণে জনবল খাতে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ পূর্ণ বাস্তবায়নে ব্যয় যাচাইবর্ষের তুলনায় ৮০% বৃদ্ধি, নতুন জনবল বাবদ ব্যয়, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস-বৃদ্ধি জনিত ক্ষতি খাতে জিটিসিএল এর বর্ণিত ব্যয়, অফিস ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে যাচাইবর্ষের সঞ্চালনকৃত এনার্জির প্রতি ইউনিট খরচ বিবেচনা যুক্তিসঙ্গত প্রতীয়মান হয়। পেট্রোবাংলা এর সার্ভিস চার্জের ৭০% জনবল খরচ বিবেচনায় জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ পূর্ণ বাস্তবায়নে জনবল খাতের খরচ যাচাইবর্ষের তুলনায় ৮০% বৃদ্ধি এবং অবশিষ্ট ৩০% অফিস ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ বিবেচনায় তা প্রতিবছর ৬% বৃদ্ধি যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। অন্যান্য আয় খাতে এফডিআর এর ওপর ৬% হারে, এসটিডি এর ওপর ৩.৫% হারে এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঋণের ওপর ৫% সুদ অন্তর্ভুক্ত যথাযথ বিবেচিত হয়। রিটার্ণ অন রেট বেজ নির্ধারণে পরিশোধিত মূলধন ৭,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য মূলধন ৪১,২৮৪.২১ মিলিয়ন টাকা অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পরিশোধিত মূলধনের ক্ষেত্রে ১২% হারে রিটার্ণ বিবেচনা করা যায়। এছাড়া, অন্যান্য আয় খাতে সুদ বাবদ আয়, কনডেনসেট ট্রান্সমিশন বাবদ আয় এবং বিবিধ আয় অন্তর্ভুক্তি যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়।

অনুচ্ছেদ-০৮ ঃ রাজস্ব চাহিদা

জিটিসিএল এর আবেদন, TEC এর মূল্যায়ন, গণশুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, শুনানি-পরবর্তী মতামত, প্রাপ্ত তথ্য ও মতামত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে যাচাইবর্ষ ২০১৪-১৫ এর ভিত্তিতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিটিসিএল এর সঞ্চালন রাজস্ব চাহিদা ৭,০৩৫.১৪১১ মিলিয়ন টাকা নিরূপণ করা হয়েছে যার বিভাজন নিম্নরূপঃ

খরচের খাত	রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)
জনবল খরচ	৫৯২.৩৮২০
অফিস ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ	
অফিস, স্টেশনারি ও প্রিন্টিং খরচ	৬.২২২৭
টেলিফোন, টেলেক্স ও পোস্টেজ খরচ	৩.৫৭৮৬
পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ খরচ	১৭.৩৬৭৬
যাতায়াত খরচ	৫.৫৪২৬
অফিস ভাড়া	১৩.৬৭১০
এন্টারটেইনমেন্ট এক্সপেন্স ও অ্যালাউন্স	৪.৩৭৪১
প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা খরচ	৪৯.৮৫৪৯
লিগ্যাল খরচ	৪.৮০৯০
সিএনজি, পেট্রোল ও লুব্রেকেটিং খরচ	৯.৫৮৫৯
অনৈমত্তিক শ্রমিকের মজুরী	২৪.৩৫৫২
নিরাপত্তা খরচ	১১৭.১২২১
অন্যান্য খরচ	৭৫.৪৭৫৯
	৩৩১.৯৬০০
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ	৫৪.৭৩৯৬
পেট্রোবাংলা সার্ভিস চার্জ	৯৫.৮২৪৮
অবচয়	১,৮২৮.৫৯১৪
বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধি জনিত ক্ষতি	০.০১০০
শ্রমিক কল্যাণ তহবিল	২৪০.০৪৮৬
কর্পোরেট ট্যাক্স	১,১২৯.৪৩০৭
রিটার্ণ অন রেট বেজ	২,৭৬২.১৫৪০
মোট	৭,০৩৫.১৪১১

জিটিসিএল এর রাজস্ব চাহিদা মেটাতে প্রতি ঘনমিটার ০.৩০৯১ টাকা আয় প্রয়োজন হয়। অপরদিকে, প্রতি ঘনমিটার বিদ্যমান অন্যান্য আয় ০.০৪৩৭ টাকা (কনডেনসেট ট্রান্সমিশন চার্জ, সুদ ও বিবিধ আয়)। এ বিবেচনায় জিটিসিএল এর গ্যাস ট্রান্সমিশন চার্জ ০.২৬৫৪ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা যায়।

অনুচ্ছেদ-০৯ ঃ আদেশ

কমিশন আদেশ করছে যে-

৯(১) জিটিসিএল এর ট্রান্সমিশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২৬৫৪ টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হলো। এ পুনঃনির্ধারিত ট্রান্সমিশন চার্জ ১ মার্চ ২০১৭ তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে।

৯(২) জিটিসিএল অবচয়ের অর্থ এ সংক্রান্ত তহবিলে স্থানান্তর করবে।

৯(৩) পেট্রোবাংলা গ্যাস কোম্পানীসমূহে অভিন্ন প্রান্তিক সুবিধাদি প্রবর্তনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সদস্য

(মোঃ আবদুল আজিজ খান)
সদস্য

(মাহমুদউল হক ভূঁইয়া)
সদস্য

(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

(মনোয়ার ইসলাম)
চেয়ারম্যান